

শালবনির জমি ফেরাতে চায় জিন্দল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শালবনিতে ইম্পাত কারখানা তৈরির প্রকল্প বাতিল হয়ে গিয়েছে। সেখানে বিকল্প যে শিল্প গড়ে তোলা হবে, তাতে হাতে থাকা জমির বেশির ভাগটাই দরকার হবে না। ফলে বাড়তি জমি রাজ্য সরকারকে ফিরিয়ে দিতে আগ্রহী জিন্দল গোষ্ঠী। রাজ্যকে তারা এই জমিতে শিল্প তালুক তৈরির প্রস্তাব দিচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানান জিন্দল কর্তৃপক্ষ। সংশ্লিষ্ট শিল্পমহলের মতে, এ ধরনের প্রস্তাব নজিরবিহীন।

বৃহত্তর জেএসডব্লিউ সিমেন্টের তৈরি পণ্য কলকাতার বাজারে ছাড়লেন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর পার্থ জিন্দল। অনুষ্ঠান শুরু আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, জমি আঁকড়ে রাখার নীতিতে বিশ্বাসী নন তারা। বরং বাড়তি জমি শিল্পায়নের কাজে লাগলে খুশি হবেন

জিন্দলরা। তিনি বলেন, “বিদ্যুৎকেন্দ্র, সিমেন্ট ও রং-এর কারখানা তৈরির জন্য ১৫০০ একরের বেশি জমি আমাদের লাগবে না। বাকি জমি অন্যান্য শিল্প গড়ার কাজে লাগাতে পারে রাজ্য। শিল্প তালুকও তৈরি করতে পারে” তাঁর দাবি, রাজ্যের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

এ নিয়ে অবশ্য শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্র মুখ খুলতে চাননি। শিল্প দফতর সুত্রে খবর, বাড়তি জমি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব এখনও সরকারের কাছে জমা পড়েনি। ফলে এর আইনি নিক বড়িয়ে দেখার সময় আসেনি।

এ দিন পার্থ জিন্দল জানান, তাঁদের হাতে থাকা মোট ৪৩৩৪ একরের মধ্যে ১৩৫ একর জমিতে তৈরি হয়েছে সিমেন্ট কারখানা। এই কারখানা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন আরও ৭৫ একর। রং কারখানার জন্য ৩০ একর জমি বরাদ্দ হয়েছে। এ ছাড়া, ‘কিনিশিং স্টিল’, সৌর বিদ্যুৎ

“

১৫০০ একরের
বেশি জমি
লাগবে না। বাকি
জমিতে অন্যান্য
শিল্প গড়তে
পারে রাজ্য।

পার্থ জিন্দল

প্রকল্প, কন্নী আবাসন ইত্যাদি মিলিয়ে আরও ১২০০ একর জমি লাগবে। মোট ১৫০০ একর হাতে রেখে বাকি ২৮৩৪ একর ফিরিয়ে দিতে চান তারা। প্রসঙ্গত তিন বছর আগে

চাষীদের কাছ থেকে সরাসরি কেনা জমি সরকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার কথা প্রথম বলেন জিন্দল গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান সঞ্জয় জিন্দল। তখন সঞ্জয়ের এই সিদ্ধান্তকে ‘বিগ মেসেজ’ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, “এটা ওঁদের মহানুভবতা যে ওঁরা জনগণের জমিটা ফেরত দিচ্ছেন। ইটস আ বিগ মেসেজ।”

তবে জমি ফেরত নয়। কারখানা তৈরি হওয়ার পক্ষেই জনমতের পাল্লা ভারী শালবনিতে। জিন্দল প্রকল্পে জমিদারদের সংগঠনের নেতা পরিকার মাহাতো এ দিন বলেন, “আগে ইম্পাত কারখানা হওয়ার কথা ছিল। এখন সিমেন্ট কারখানা হচ্ছে। মানুষ শিল্পের আশাতেই জমি দিয়েছেন। আমরা চাই, ওই জমিতে শিল্পই হোক। এবং জমিদারতা সব পরিবারের এক জনকে কারখানার কাজ দেওয়া হোক।”